সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মুখপত্র

রেজি নং: ৭৩/৭৬ | সংখ্যা: ০৬ | জুন ■ সেপ্টেম্বর: ২০২৪

সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র

ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিগণকে সরকারী তত্ত্বাবধানে রেখে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ প্রবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোটারিয়ালই, ডবিলউ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভবঘুরে/ ভিক্ষুক সমস্যার সুষ্ঠুসমাধান ও কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। মি:হল্যান্ডের চেষ্টাতেই ১৯৪২ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় ভবঘুরে নিবাস। ১৯৪৩ সালে তদানিন্তন অবিভক্ত বাংলাদেশে মহা দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় প্রণীত এই আইন কলকাতা মহানগরীতে প্রথম প্রয়োগ করা হয়। এই আইনের আওতায় এই কর্মসূচির অপর উদ্দেশ্য ছিল ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধকল্পে ভবঘুরেদের নিয়ন্ত্রণ করা। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে শিশু, পরুষ ও মহিলাদের জন্য ভবঘুরে নিবাস স্থাপিত হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার ধলা এবং তৎকালীন ঢাকা বর্তমান গাজীপুর জেলার পূবাইলে ভবঘুরে নিবাস পুনরায় স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় ১৯৭৭ সনে ঢাকার মিরপুর, মানিকগঞ্জের বেতিলা, নারায়নগঞ্জের গোদনাইল এবং গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে নতুন চারটি আশ্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়। উল্লেখিত কেন্দ্র সমূহ

এতদিন যাবৎ ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ এর আওতায় পরিচালিত হতো। কিন্তু যুগের চাহিদা মোতাবেক উক্ত আইন বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী না হওয়ায় সরকার "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয়ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ প্রবর্তন করে এবং উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫" প্রণয়ন করা হয়। ভবঘুরে বা ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে চরম দারিদ্রতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহ ও ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মুদ্রাস্ফীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন)আইন ২০১১ অনুসারে ভবঘুরে ব্যক্তির সংজ্ঞা হচ্ছে; "ভবঘুরে অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা নাই অথবা যিনি কোন উদ্দেশ্য ব্যতিত অযথা রাস্তায় ঘোরাফিরা করিয়া জনসাধারণকে বিরক্ত করেন অথবা যিনি নিজে বা কাহারো প্ররোচনায় ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হন; তবে কোন ব্যক্তি দাতব্য, ধর্মীয় বা জনহিতকর, কোন কাজের উদ্দেশ্যে অর্থ, খাদ্য বা অন্য কোন প্রকার দান সংগ্রহ করিলে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বা কাজে তাহা ব্যবহার করিলে তিনি ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন না" উক্ত আইনের আওতায় নিরাশ্রয় ব্যক্তির সংজ্ঞা হলো "নিরাশ্রয় ব্যক্তি অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যাহার বসবাসের বা রাত্রি যাপন করিবার মত সুনির্দিষ্ট কোন স্থান বা জায়গা এবং ভরণ-পোষনের জন্য নিজস্ব কোন সংস্থান নাই এবং যিনি অসহায়ভাবে শহর বা গ্রামে ভাসমান অবস্থায় জীবন-যাপন করেন এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা, সাহায্য, ইত্যাদি লাভ করেন না;"

অন্যপাতা

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি বার্তা: এপ্রিল থেকে জুন/২০২৪	:	০২
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	:	০৩
শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(ইউসিডি) এর অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম	:	০৩-০৪

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি আনয়ন করা সম্ভব নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে দেশে ০৬টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে আসছে। অসহায় ভবঘুরেদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে কর্মক্ষম উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসিত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

প্রদত্ত সেবাসমূহ:

কেন্দ্রের নিবাসীদের আশ্রয়, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, শরীর চর্চা, সাধারণ ব্যবহারিক ও নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা,বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ,সাংস্কৃতিক, চিত্ত বিনোদন, মানসিক উন্নয়ন ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমাজকর্ম, উদবুদ্ধকরণ, পুনর্বাসন ও অনুসরণ ইত্যাদি কর্মসূচির আওতাভুক্ত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ:

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গার্মেন্টস, দর্জি বিদ্যা,এমব্রয়ডারী, বাঁশ ও বেতের কাজ, চট ও পাটের কাজ, উলের কাজ, রান্না শিক্ষা, কার্পেন্টারী, চুলকাটা, কৃষি ও মৎস্য চাষসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টগণ:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান অধিশাখার অধীনে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করে। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে ০১ জন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), ০১ জন উপপরিচালক (ভবঘুরে কার্যক্রম), ০১ জন প্রধান ব্যবস্থাপক (সহকারী পরিচালক) (ভবঘুরে কার্যক্রম) সদর দপ্তর পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে সহকারী পরিচালক/ব্যবস্থাপকগণ সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি বার্তা
এপ্রিল থেকে জুন/২০২৪

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা, নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উপযুক্ত কর্মচারী হিসেবে গড়ে তুলতে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি বদ্ধপরিকর। এছাড়াও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ শুদ্ধাচার, উদ্ভাবন এবং জবাবদিহিতার উপর গুরুত্বারোপসহ বছরব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নবনিয়োগপ্রাপ্ত থেকে সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও ইনহাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৭৬১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক এপ্রিল/২৪ থেকে জুন/২৪ তারিখে- নবনিযুক্ত সমাজসেবা অফিসার-সমমান কর্মকর্তাদের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, সহকারী সমাজসেবা অফিসার/সমমান কর্মকর্তাদের একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, ইনহাউজ প্রশিক্ষণ দুইটি, "বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সমাজসেবা কার্যক্রমঃ একটি মূল্যায়নধর্মী সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রচারের উপর সেমিনার, "The Role of Community Leaders in Reducing the Menace of Beggars in a Sustainable Manner in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রচারের উপর সেমিনার, Nutritional, Therapeutic and Med icinal Attributes of Mushrooms in Contributions to Achieve Vision-2041" শীর্ষক মোট ৩টি সেমিনার এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২৩ - ২০২৪ অর্থ বছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৪ মাস পর্যন্ত (১) ওরিয়েন্টেশন কোর্স (২) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি (৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (৪) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৫) দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৬) Basic Computer & ICT Skill Development (৭) লাইভ স্কিল (৩য় শ্রেণি) (৮) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও শিশু সুরক্ষা (৯) Basic Computer Application (৩য় শ্রেণি) (১০) কম্পিউটার এপ্লিকেশন এন্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট (১১) Office Management & ICT Course (১২) ডি-নথি ও দপ্তর ব্যবস্থাপনা (৩য় শ্রেণি) (১৩) ইনহাউজ (১৪) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষা (১৫) অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমিউনিকেশন (১৬) বর্তমান শিক্ষা কারিকুলাম বিষয়ে পাঠদান সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিরোনামে ১১২টি কোর্সের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ৩২৮৪ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পুরুষ ২৫০৭ জন এবং মহিলা ৭৭৭ জন। উল্লেখ্য যে, এসব প্রশিক্ষণের ফলে বিশাল জনবল ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। অনুসৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে, মুক্ত চিন্তার ঝড়, ছোট দলে কাজ, রোল প্লে, গেম, প্রশ্ন- উত্তর, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, ফিস বোল, ভিপ কার্ড লিখা, কেস স্টাডি, পিপিটি উপস্থাপন, ফ্লিপচার্ট প্রদর্শন, ছবি বা চার্ট প্রদর্শন, ছক, সাক্ষাৎকার, ছবি আঁকা, উদ্দীপনামূলক গান, কবিতা, গল্প বলা, মাঠ পরিদর্শন ও ধারনা মানচিত্র। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক উপস্থাপনা, শিক্ষা সফর, খেলাধুলা, শ্রেণিকক্ষ অধিবেশনে উপস্থিতি, পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়ণে মেধা তালিকার শীর্ষের তিনজন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। প্রশিক্ষণকে অধিকতর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ বক্তাদের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে অত্যন্ত দক্ষ বক্তা এনে প্রশিক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রওয়ারি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর বিবরণ

ক্রম:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা			মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	২৪	৫৭৪	১৬৫	৭৩৯	
২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	৪৬৮	১৫৭	৬২৫	
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	১৫	৩৯০	১০৪	৪৯৪	
৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	১৭	৪০৮	১১০	৫১৮	
৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	১৫	২৬৪	৯৩	৩৫৭	
৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল	১৬	৪০৩	১৪৮	৫৫১	
	মোট	১১২ টি	২৫০৭ জন	৭৭৭ জন	৩২৮৪ জন	

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম

০৯ থেকে ১১ জুন, ২০২৪ খ্রি. তারিখে ৩ দিনব্যাপী প্রতিদিন ৭ টি করে মোট ২১ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর যাবতীয় বিষয়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল মহোদয় প্রধান নিরীক্ষক এবং পরিচালক (কার্যক্রম) ড. মোঃ রওশন জামাল (উপসচিব) মহোদয় প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া অতিরিক্ত পরিচালক (কার্যক্রম-২) এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক (ইউসিডি) সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম এর মাধ্যমে সারাদেশের শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য

কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করে থাকে। 'শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৯' এর ৭১-৭৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) শাখাকে শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের যাবতীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক মাঠ পর্যায়ের শহর সমাজসেবা কার্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ এর উদ্দেশ্যে সদর কার্যালয়ের ইউসিডি শাখা মাঠ পরিদর্শন, মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও প্রেরণ এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সকল ধরণের আর্থিক হিসাবের সঠিকতা যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রতি অর্থবছর ৪টি ধাপে ৮০ টি মাঠ পর্যায়ের শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ যাবতীয় আর্থিক হিসাবের সঠিকতা যাচাই ও অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ের ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের যাবতীয় আর্থিক হিসাবের সঠিকতা যাচাই ও অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমের শেষ ধাপ হিসেবে উল্লিখিত নিরীক্ষা কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয়। ২১ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সমাজসেবা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট পৌর সমাজকর্মীগণের উপস্থিতিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরে দিনব্যাপী কার্যক্রমের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের যাবতীয় হালনাগাদ হিসাবাদি/ তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। এ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষা করার নিমিত্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/সমাজসেবা অফিসারগণ মেন্টর এবং সহকারী মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হিসাব নিরীক্ষাকালে শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পৌর সমাজকর্মীগণ/প্রশিক্ষকগণ গ্রামভিত্তিক সংযুক্ত ২২ কলামের "ছকে" নিজ নিজ ওয়ার্ডের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। মেন্টর এবং সহকারী মেন্টরগণ কর্তৃক সকল খাতের বরাদ্দ রেজিস্টার, পুঁজি বিতরণ-আদায় রেজিস্টার, খাতভিত্তিক আলাদা ক্যাশ বহি, দলীয় সঞ্চয় রেজিস্টার, কিস্তির টাকা আদায় রসিদ ও ব্যাংক জমা রসিদ, খাতভিত্তিক ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক সুদের হিসাব, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টারাদি ও হালনাগাদ মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে সংযুক্ত ২২ কলামটির সঠিকতা যাচাই করেন। এছাড়াও হিসাব নিরীক্ষাকালে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সমন্বয় পরিষদের ক্যাশ বহি, বিগত বছরের বিল ভাউচার, প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি রেজিষ্টার ও অন্যান্য আর্থিক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমে যাচাই করা হয়। মেন্টর এবং সহকারী মেন্টরগণ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের হিসাব-নিকাশ যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষাপূর্বক মতামত/সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে প্রধান নিরীক্ষক কিছু বিষয়ে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানসহ নিরীক্ষা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া নিরীক্ষাকালে চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানকল্পে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) শাখা হতে নিরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও পরবর্তীতে ফলো-আপ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়।

প্রকাশনা: গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর। সম্পাদক: রকিব আহ্মেদ, উপপরিচালক (প্রকাশনা), সমাজসেবা অধিদপ্তর।
নির্বাহী সম্পাদক: সানজিদা সুলতানা, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদপ্তর। অলংকরণ: প্রণব চক্রবর্তী, এসিসটেন্ট ডিজাইনার কাম কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন: +৮৮০২৫৫০০৬৫৯৫, ৫৫০০৭০২৩ ফ্যাক্স: +৮৮০২৪৮১১৮৫৭১, ওয়েব: http://www.dss.gov.bd